উত্তরাধুনিকতাবাদঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

(Post-modernism : A Theoritical Analysis)

ড. সৌমেন রায়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া

উত্তরাধুনিকতাবাদকে বুঝতে হলে অবশ্যই তার পূর্বে আধুনিকতাবাদকে বুঝতে হবে। পশ্চাত্যে পঞ্চদশ শতকে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে পুঁজিবাদী আর্য-সামাজিক ব্যবস্থার অভুদ্যয়, একটি শক্তিশালী নাগরিক সমাজের ক্রমবিকশ এবং নবজাগরণের চেতনার আলোকে মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক অন্বেষা, ধর্মনিরপেক্ষীকরণ, জাতীয়বাদ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ, উদারনীতিবাদ, গণতন্ত্র ইত্যাদির প্রতি অঙ্গীকারের মাধ্যমে আধুনিকতাবাদের উদ্ভদ ঘটে। এরপর শিল্পবিপ্লব, নগরায়ণ, জাতীয়রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং বৌদ্ধিকচর্চার আলোক প্রাপ্তির পথ ধরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে তা পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। উত্তরাধুনিকতাবাদের উদ্ভবের যেমন কোন নির্দিষ্ট সম্রকাল নেই, তেমনি উত্তরাধুনিকতাবাদ বলে সুনির্দিষ্ট কোন তত্ত্ব বা ধারণাও নেই। উত্তরাধুনিকতাবাদীদের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর কোন কেন্দ্রীয় ধারণায় বা কোন সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব প্রণয়ণে আদৌ বিশ্বাসী নন, তাঁরা কেবলমাত্র বিকেন্দ্রায়ণে বিশ্বাসী। উত্তরাধুনিকতাবাদের উদ্ভব প্রসঙ্গে এর অন্যতম প্রবক্তা লিওটার্ড ..... বলেছেন, ''দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কৌশল ও কারিগরিবদ্যার ক্রমোন্নতির ফলশ্রুতি হিসাবেই ইতিহাসের (দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের) পতনকে দেখা যেতে পারে। দেখা যাচ্ছে এখন প্রতিক্রিয়ার বদলে উপায়ের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এমনকী ১৯৩০-৬০ সাল পর্যন্ত কেইনসীয় সুরক্ষার আড়ালে থাকা পতনোন্মুখ পাঁজিবাদ থেকে এটাকে উন্নত উদার পুঁজিবাদের পুন:প্রয়োগের ফল হিসাবে দেখা যেতে পারে, যে পুনর্নবীকরণ সাম্যবাদী বিকল্পকে উৎখাত করে প্রতিটি স্বতন্ত্র মানুষের বস্তু ও পরিবেষবা ভোগের মাত্রাকে আরও উন্নীত করে তুলেছে'' (কবিরাজ, ২০১৪, পৃ.১)। অর্থাৎ বলা যায় উত্তরাধুনিকতা এক ধরণের উন্নত ও উদার পুঁজিবাদকে পুন:সংস্করনের উপর গুরুত্ব দেয় এবং সাম্যবাদী বিকল্পের ধারণাকে ক্রমশ প্রাসাঙ্গিকতাহীন করে তোলে স্বতন্ত্র ব্যক্তি মানুষকে উন্নততর পরিষেবা প্রদানের মধ্য দিয়ে।

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে আধুনিকতাবাদী ধারণার বিরুদ্ধে এবং তদনুযায়ী শিল্পকলার আধার ও আধেয় সম্পর্কে বাঁধাধরা সমস্ত প্রকল্প ও প্রকরণের বিরুদ্ধে, ক্রমশ: এই দৃষ্টিভঙ্গীর সম্প্রসারণ ঘটে সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে। সকল প্রকার আধুনিক তাত্ত্বিক নির্মাণগুলিকে ভাঙার মধ্য দিয়েই পরিবারগত চিন্তা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অয়বিত হয়ে ওঠে এক না-তত্ত্বের তাত্ত্বিক নির্মাণ যাকে আমরা আধুনিকতাবাদ বলে চিহ্নিত করি। ১৯৭০-এর দশকে দর্শন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে উপস্থিত হন উত্তরাধুনিকতাবাদের প্রথম প্রবক্তারা। এদের মধ্যে ফরাসী বুদ্ধিজীবীদেরই প্রাধান্য ছিল। উত্তরাধুনিকতাবাদীদের সকলের বক্তব্য

একই রকমের নয়। তবে এদের মধ্যে একটি বিষয়ে ভীষণ মিল যে- সকলেই তাত্ত্বিক চর্চার ক্ষেত্রে রীতিমতো দুর্বোধ্যতা অর্জন করেছেন। উত্তর আধুনিকতাবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- জাঁ ফ্রাসোয়া লিওটার্ড, জাকদেরিদা, মিশেল ফুকো প্রমুখ।

উত্তরাধুনিকতাবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোতে আবদ্ধ বৈষম্য ও ভিন্নতাকে স্বীকৃতি প্রদানের পলাপাতী। উত্তরাধুনিক বিষয়বস্তুর রূপকল্পে ভোগবাদী সংস্কৃতি সমাজবিজ্ঞানের মূল ধারায় ঢুকে পড়ার রাস্তা করে নেয়। ভোগ ও সংস্কৃতি চর্চায় উৎপাদন ও অর্থনীতির অধিকতর টেকসই উৎপাদনের উপরে যে কেন্দ্রিকতা আরোপিত, তারে বিপরীতে প্রান্তিক ও মেয়েল উৎপাদন (হাল্কা ও প্রসাধনী), যাকে অধুনা প্রসঙ্গক্রমে 'ডেরিঙেটিভ' (উপজাত ভোগ্যপন্য) বলা হয়- সামাজিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিকপ্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে তাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতিকে, যা এতদিন সমাজবিজ্ঞানের প্রান্তিক অবস্থানে ছিল, তাকে বেশি বেশি করে কেন্দ্রের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে (ফেদার স্টোর, পৃ:৮৫)।

উত্তরাধুনিকতার ইতিহাস ফরাসী ছাত্র আন্দোলনের (১৯৬৮) ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। যদিও তাঁদের আন্দোলন সফল হয়নি। কারণ তাঁরা আন্দোলনকে বিপ্লব বলে ভাবতে শুরু করে এবং তাঁরা উপলব্ধি করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ব্যারিকেড গড়ে তোলা আর বিপ্লব এক কথা নয়। তাঁদের ব্যার্থতার কারণ হিসাবে তাঁর জিহ্নিত করেছিল যে, স্তালিনবাদী ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি উদ্যোগে নষ্ট করে দিয়েছে। তাঁরা আরো উপলব্ধি করলেন যে, এই ব্যার্থতা লুকিয়ে আছে মার্কসবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যে, সমগ্র সমাজবাদের ইতিহাস আসলে ভুল পথে চালিত হয়ে এসেছে। তাঁরা আবিস্কার করলেন যে দুনিয়াটা একটা চলমান পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে, আর সেটা এক নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এই যুগ হল তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটারের যুগ। উৎপাদনের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটছে ক্রমশ: এবং উৎপাদে শ্রমের পরিবর্তে প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশ: বৃদ্ধি পাওয়ার উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের পরিবর্তে প্রযুক্তিবিদদদের চাহিদা ক্রমশণ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুগের চাহিদার প্রতি সমাজবাদ যেখানে সাড়া দিতে ব্যার্থ, পুঁজিবাদ সেখানে উত্তীর্ণ, আর এটাই হল উত্তরাধুনিক যুগের গোপন রহস্য। (কবিরাজ, ২০১৪ পৃ: ২২) বস্তুত: উত্তরাধুনিকতাবাদ সমাজবাদের ধারণাকেবর্জন করে কারণ তা যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে ব্যার্থ। এই পরিস্থিতিতে উত্তরাধুনিকতাবাদীরা পুঁজিবাদের সঙ্গে মানিয়ে নিলেন তাঁদের নিজস্ব কৌশল ও প্রয়োজনৌতা অনুসারে এবং অবশ্যই নিজস্ব শর্তে।

উত্তরাধুনিকতাবাদীদের মূল প্রতিপাদ্য হল- পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এই মুহূর্ত্তে ভাঙা সম্ভব নয়, উদারবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একিঁ বিপ্লব গড়ে তোলার ভাবনা এভাবে বাতিল করে দেওয়া হল। এইবার ঐতিহাসির রূপান্তরের কোন ভবিষ্যত যখন রইল না, তখন খন্ডিত রাজনীতিই (স্থানীয় প্রতিরোধ) হল একমাত্র বিকল্প।

অতএব 'কেন্দ্রীয়' গুরুত্ব যখন দোদুল্যমান, তখন 'প্রান্তীয়' গুরুত্ব সামনে চলে আসছে। অনু-রাজনীতি যদি বর্তমান ধারা হয়, তবে সামগ্রিকভাবে ধারণা সন্দেহের বিষয় না হলেও তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। কোন কেন্দ্রীয় লক্ষ্যই যদি অর্জিত না হয়, তবে ইতিহাস উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে (কবিরাজ, ২০১৪৪ পৃঃ ২৪) উত্তরাধুনিকতাবাদীগণ এক থেকে বহু, অভিন্ন থেকে ভিন্ন, একই ছাঁচের নয়, অন্য ছাঁচের এক নতুন জগৎ গড়ে তুলতে চান। সর্বজনীনতার অস্বীকৃতি। কারণ সর্বজনীন হচ্ছে দমন মূলক। এটা হবে এমন এক বহুত্ববাদী সমাজ, যেখানে নৈশক্লাব ও সাধুর আখড়া পাশাপাশি থাকবে। এমন এক বিশ্ব যেখানে সকলের জন্যই পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। এই স্বাধীনতা সুবিধাভোগী এ অসুবিধাভোগী সকলের জন্য সমান হবে। উত্তরাধুনিকতাবাদীগণ এমনভাবে বহুত্ববাদী সমাজের কাছে দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে চান, যাতে সেটা আধুনিক ভোগবাদী পুঁজিবাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় (কবিরাজ, ২০১৪, পৃঃ ২৪)

উত্তরাধুনিকতাবাদ কার্যতঃ একধরনের ভাববাদকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। উত্তরাধুনিকতাবাদের অনুসারে বস্তুজগত অগম্য তার সম্পর্কে কোন সামগ্রিক ধারনা সম্ভব নয়। বস্তু জগত আসলে বস্তু জগতের খন্ড প্রতিমা মাত্র। যে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সে সম্পর্কে যেকোন বোধ ভাষার বিমূর্ত প্রতীকের মাধ্যমে যখন প্রকাশিত হয়, তখন সেই বাচনর্ভূক্ত ভাষাই হয়ে ওঠে বস্তু জগতের বিমূর্ত প্রতীক। ভাষার মধ্য দিয়েই বস্তুজগতকে যতটুকু বোঝার বোঝা যায়। কাজেই বস্তু জগতের কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ এবং অর্থের স্থায়িত্ব বা প্রামান্যতা নেই। বাচনে-বাচনে দ্বন্দের বাইরে কোন দ্বন্দ্ব নেই, বস্তু জগতের মধ্যে কোন দ্বান্দ্বিকতার সর্বজনীন অস্তিত্ব খুঁজতে যাওয়া অবাস্তব। এইভাবে বস্তুজগতের অস্তিত্ব এখানে অস্বীকার করা হয়।

উত্তরাধুনিকতাবাদীদের মতে, উৎপাদনের কোন সামগ্রিক রূপ নেই, সংগঠন নেই, তা সর্বদাই খন্ড ও বিকীর্ণ ও বিচিত্র। উৎপাদন ব্যবস্থার কোন ঐতিহাসিক পরম্পরা নেই। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন অবশ্যই হচ্ছে ও হবে- কিন্তু তা স্থিতাবস্থার মধ্যেই খন্ড পরিবর্তন। খন্ড পরিবর্ত্তনই কেবল সম্ভব। সেইজন্য সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার বিরোধিতা ও তার সামগ্রিক পরিবর্তনের কোন প্রকল্প অবাস্তব। এইভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার সামগ্রিক ধরণটাই উত্তরাধুনিকতাবাদীদের তাত্ত্বিক আলোচনায় অস্বীকৃত।

অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রাথমিকত্ব এবং তারসঙ্গে সামাজিক রাজনৈতিক আইনগত উপরিকাঠামোর কোন আবশ্যিক সম্পর্ক ও উত্তরাধুনিকতাবাদীদের স্বীকার করেন না। এ সম্পর্কে মার্কসবাসের বক্তব্যকে তাঁরা নির্ণায়কমূলক অভিধা দিয়ে বলেন, কোন একটি উপাদান একপাক্ষিকভাবে আর সবকিছুকে কখনোই নির্ণয় করে দিতে পারে না।

উত্তরাধুনিকতাবাদ শ্রেণির ধারণা মান্য করে না, কারণ শ্রেণিকে নির্ণয় করা হয় কেবলমাত্র উৎপাদন সম্পকের তথা অর্থনীতির নিরিখে এবং এর ফলে শ্রেণির চরিত্র

সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী এবং নিপীড়নমূলক। তাঁদের মতে শিল্পোত্তর যুগে শ্রমিকের এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের চরিত্রটাই বদলে গেছে। তাছাড়া পরিষেবাক্ষেত্রের অভাবনীয় বিস্তারের ফলে অর্থনীতিতে এখন উৎপাদনের চেয়ে ভোগই বেশিগুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কাজেই উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, জীবন যাপন পদ্ধতি ও ভোগের ভিত্তিতে সমাজে বিভাজন ঘটেছে। শ্রেণি বিভাজনের জায়গা নিয়েছে জীবন যাপন পদ্ধতির বিভিন্নতা। শ্রেণীতত্ত্ব নিপীড়ক, কারণ অভিন্ন এক শ্রেণি সত্তার পৃথক পৃথক স্বার্থকে অবদমিত করে এবং তাদের বৈধতা ও গুরুত্বকে অস্বীকার করে।

শ্রেণিকে অস্বীকার করা মানেই শ্রেণিশাসন ও শোষণ, শ্রেণি সংগ্রাম ও বিপ্লবের ধারণাকে স্বমূলে উৎখাত করা। উত্তরাধুনিকতাবাদীদের মতে রাষ্ট্রই ক্ষমতার একমাত্র কেন্দ্র নয়, তা কোন শ্রেণির হস্তগত ও নয়। এইভাবে ক্ষমতা একক কোন স্তরবিন্যস্ত কাঠামো নয়, যার শীর্ষে অসীম ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র এবং ক্ষমতা এমন নয় যে তা সর্বদাই উপর থেকে নেমে আসে। ক্ষমতা সমাজের সর্বত্র একটি পরিবারের শয়নকক্ষ থেকে কোম্পানীর বোর্ড রুম এবং রাষ্ট্রপ্রধানের কক্ষ পর্যন্ত উলম্ব ও সামন্তরাল বহুরূপে খন্ড বৈচিত্রে বিরাজমান। প্রত্যে ক্ষমতা সম্পর্কেরই চরিত্র আলাদা। ঠিক যেমন শোষণ আছে নানা পর্যায়ে এবং নানারূপে। অর্থনৈতিক শোষনই একমাত্র শোষণ নয়। কাজেই শ্রেণিগতভাবে অন্য শ্রেণির হাত থেকে ক্ষমতা দখল ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার প্রকল্প অবাস্তব। আর বিপ্লব বলে কিছু হয় না। পরিমানগত পরিবর্তন সর্বক্ষেত্রেই সর্বত্রই আছে। কিন্তু গুণগত পরিবর্তন তথা সমাজের আমুল পরিবর্তন একটি কল্পবাদী চিন্তা।

পরিশেষে বলা যায় যে, উত্তরাধুনিকতাবাদ হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভাবনীয় বিপর্যয় এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির পুনরাধিপত্য প্রতিষ্ঠা পর্বের এক তাত্ত্বিক তথা বৌদ্ধিক ফসল, যা বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের স্থায়ী ও নিরাপদ পুন:প্রতিষ্ঠাকেই স্বীকৃতি দেয়। শ্রেণী, শ্রেণী সংগ্রাম, বিপ্লবে ও সমাজতন্ত্রের ধারণা উত্তরাধুনিকতাবাদীদের ধারণায় স্বীকৃত নয়। বস্তুত: উত্তরাধুনিকতাবাদ পুঁজিবাদের সমর্থনেই বিভিন্ন তাত্ত্বিক যুক্তি উদ্ভব ঘটিয়েছে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. কবিরাজ, নরহরি (২০১৪) কাকে বলে উত্তরাধুনিকতাবাদ, কললকাতা ঃ কে পি বাগজী অ্যাণ্ড কোম্পানী।

২. যোদার স্টোন, মাইক (জানা নেই), কনজিউমার কালচার অ্যাণ্ড পোর্স্ট মডার্নিজম।

৩. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০০), ইতিহাসের উত্তরাধিকার, কলকাতা আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।